উপমার সম্বন্ধে যে আলোচনাটুকু করা গেল, তাতে পাওয়া গেল উপমার সাধারণ সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইবার দিচ্ছি উপমার বিশদ পরিচয়।

উপমা প্রধানতঃ **চাররকমঃ পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবের উপমা, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা।** এ ছাড়া আরও নানা রকমের উপমা আছে; যথাস্থানে তাদের নামসমেত পরিচয় দেব।

১। (ক) পূর্ণোপমাঃ

যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ—চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে, তার নাম **পূর্ণোপমা**।

তুলনাবাচক শব্দ ঃ মত, সম, যথা, যেমতি, প্রায়, পারা, মতন, নিভ, তুল, তুলনা, উপমা, তুল্য, হেন, কল্প, সঙ্কাশ, জাতীয়, সদৃশ, যেন, প্রতীকাশ, বৎ (যেমন, জলবৎ)।

এদের সবগুলিই বাঙলাসাহিত্যে পাওয়া যায়। 'যেন' দেখলেই বাচ্যোৎপ্রেক্ষার কথা মনে আসে; কিন্তু উপমাতেও 'যেমন' অর্থে 'যেন'-র প্রয়োগ দেখতে পাই। তাই অর্থের দিকে একটু মনোনিবেশ ক'রে স্থির করতে হয় অলঙ্কারটি উপমা না উৎপ্রেক্ষা।

আগে উদ্ধৃত 'এও যে রক্তের মতো' ইত্যাদি কবিতাংশটিতে পূর্ণোপমা। তুলনা-বাচক শব্দ 'মতো'। নীচের উদাহরণে স্থূলাক্ষর অংশ তুলনাবাচক।

(i) 'কাজলের **মতো** কালো কুন্তল পড়েছে ঝুলে
অলক্ত**সম** রাতুল দুখানি চরণ-মূলে।'—শ. চ.

—**উপমেয় ঃ** কুন্তল, চরণ (কারণ, এই দুটিকেই কবি তুলনার বিষয়ীভূত করেছেন); **উপমান ঃ** কাজল, অলক্ত (তুলনা হয়েছে এই দুটির সঙ্গে); **সাধারণ ধর্ম্ম ঃ** কালো, রাতুল ([illegible] টি উপমেয় উপমান দুপক্ষেই থাকায় তুলনা সম্ভব হয়েছে); **তু**[illegible] ঃ মতো, সম।

(ii) "আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মি**সম**"—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় ঃ ছুরি; উপমান ঃ প্রভাতরশ্মি; সাধারণ ধর্ম্ম ঃ তীক্ষ্ণদীপ্ত; তুলনাবাচক শব্দ ঃ সম।

(iii) "একা আছি সৌরভ-বিভোর
আমার অন্তরে আমি, কস্তুরীমৃগের **সম** একা।"—রাধারাণী।

(iv) "বিদ্যুৎ-ঝলা **সম** চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে।"—মধুসূদন।

—উপমেয় : কলম্বকুল (শরসমূহ) ; উপমান : বিদ্যুৎ-ঝলা ; সাধারণ ধর্ম্ম : চক্‌মকি ; তুলনাবাচক শব্দ : সম। এখানে সাধারণ ধর্ম্মটি ক্রিয়াগত, কারণ চক্‌মকি (চক্‌মক ক'রে) অসমাপিকা ক্রিয়া।

(v) "বরিষার ধারা**মত** অজস্র জননীপ্রেম।"—নবীনচন্দ্র।

—উপমেয় : জননীপ্রেম ; উপমান : বরিষার ধারা ; সাধারণ ধর্ম্ম : অজস্র ; তুলনাবাচক শব্দ : মত।

(vi) "ননীর **মত** শয্যা কোমল পাতা।"—কালিদাস (কবিশেখর)।

(vii) "হৃদি-শয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেন**নিভ**।" —রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন **যথা**!"—মধুসূদন।

—এখানে শোভাসৃষ্টি উপমেয় উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ix) "পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির **যেমতি**
শিরীষ-কেশরে।" —মোহিতলাল।

(এখানে 'শিশির' থেকে 'কেশরে' পর্য্যন্ত সুন্দর অনুপ্রাসও রয়েছে)

(x) "সেনাপতি!……কাষ্ঠের পুতুল **প্রায়**
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে!"—নবীনচন্দ্র।

—দ্বিতীয় চরণটি উপমেয় সেনাপতি এবং উপমান কাষ্ঠের পুতুল এই দুইয়ের সাধারণ ধর্ম্ম।

(xi) "মিহিন্ কুয়াসায়
ছাদ্‌নাতলা দেয় কি ঢেকে [illegible] অথবা ক্রিয়া [illegible]নির **প্রায়**?"—মোহিতলাল

(xii) "[illegible]
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'সে' = 'কন্যা মোর চারি বছরের।'

(xiii) "ক্ষণেক শুধু অবশকায় থমকি রবে ছবির **প্রায়**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-**পারা**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "অঙ্গপরিমল সুগন্ধি চন্দন-
কুঙ্কুমকস্তুরী **পারা**।"—চণ্ডীদাস।

(xvi) "যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার **তুলনা**,
যেখানে শরতের শিউলীফুলের **উপমা** তুমি"—রবীন্দ্রনাথ।

—সাধারণ ধর্ম্ম : 'ছোটো', 'সুন্দর'।

(xvii) "আমার প্রেম রবিকিরণ-**হেন**
জ্যোতির্ম্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন।"—রবীন্দ্রনাথ।

—সাধারণ ধর্ম্ম : 'জ্যোতির্ম্ময় মুক্তি' (দিয়ে = দ্বারা)।

(xviii) "এ যে তোমার তরবারি
জ্ব'লে ওঠে আগুন যেন, বজ্র**হেন** ভারি।"—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য : এখানে 'যেন' উৎপ্রেক্ষার নয়, উপমার। 'আগুন **যেন**'= আগুনের **মতো**। তুলনাবাচক শব্দের তালিকার পর এমনি 'যেন'-র কথাই ব'লে এসেছি। এইখানে আরও একটা কথা ব'লে রাখি। কবিরা অনেক সময় দুরকমের দুটো তুলনাবাচক শব্দ একই উপমায় প্রয়োগ করেন। সেখানে দুটোকে মিলিয়ে একটার মূল্য দিতে হয়। 'মতো' অর্থের 'যেন' সেখানেও দেখা যায়। দুটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে মূল বিষয়ে ফিরছি।

"তুমি **যেন** দেবীর **মতন**"—রবীন্দ্রনাথ (চিত্রাঙ্গদা)।
"বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে **যেমতি** যোগিনী **পারা**।"
—চণ্ডীদাস।

(xix) "অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়া সপ্তরশ্মিরথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।"—যতীন সেন।

পূর্ণোপমার অন্যভাবের আর দুটি উদাহরণ :

Skylark (আমাদের আর্গিন)-কে সম্বোধন ক'রে Shelley বলছেন,

"Thou dost float and run
Like an unbodied joy whose race is just begun."

উপমেয় এখানে 'Thou' (Skylark), উপমান 'joy'। দুটিই 'unbodied'; 'joy'-এর পক্ষে তা স্বাভাবিক, কারণ joy একটা ভাবমাত্র। অতিক্ষুদ্র

আর্গিনপাখী একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তু হ'লেও সুদূর আকাশে উড়ে ঐ যখন গান করে, তখন তাকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু সুরঝঙ্কার এই দৃষ্টিতে তারও 'unbodied' বিশেষণের সার্থকতা। উপমান সত্য কি মিথ্যা হোক, সকলের পরিচিত হ'তে হবে তাকে ; নইলে উপমা তার হারিয়ে ফেলবে। অনেক উপমান আছে, যারা আমাদের কাছে মিথ্যা, তবু আমরা তাদের চিনি সংস্কারের বশে ; যেমন 'সুধা', খাওয়া তো দূরের কথা, কেউ কস্মিন্‌কালে দেখেও নাই। তবু কাব্যে যখন দেখা যায়—

"অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব" —রবীন্দ্রনাথ।

তখন সকলকেই বলতে হয় যে হ্যাঁ, পাওয়ার মতন একটা জিনিস পাওয়া গেল। কিন্তু শেলির 'unbodied joy whose race is just begun'-এর সংস্কার কোনো লোকের আছে কি? এ ভাবের উপমান-প্রয়োগ পাঠকমস্তিষ্কের নিষ্ফল নিপীড়ন। পাশ্চাত্য কাব্যরসিকরাও এইজাতীয় simile-কে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন না। ঠিক এতটা না হোক, অনেকটা এইরকম বাঙলা উদাহরণ :

(xx) "চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xxi) "সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।"— ঐ

(xxii) "আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের আশাকে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'রূপে আকর্ষণ করে,—সেই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক-রচনায় সহায়তা করিয়াছে।"

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—উপমেয় 'আশা', উপমান 'পতঙ্গ', তুলনাবাচক তুল্যার্থক তদ্ধিতপ্রত্যয় 'বৎ' এবং সাধারণ ধর্ম্ম 'বিবিক্ষুঃ' (প্রবেশের জন্য উন্মুখ)।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আশাও প্রবেশেরই জন্য উন্মুখ। পতঙ্গ যেমন তার স্বভাবধর্ম্মে অগ্নিতে প্রবেশের জন্য উন্মুখ, আমাদের আশাও তেমনি তার অনিবার্য্য আকর্ষণকারীর মধ্যে প্রবেশের জন্য উন্মুখ। আকর্ষণকারীর মধ্যে বহ্নির ব্যঞ্জনা রয়েছে। 'রূপে' কথাটির আলঙ্কারিক মূল্য নাই ; সংস্কৃত উদ্ধৃতিটিকে বাঙলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লেখককে কথাটি দিতে হয়েছে।

[**মন্তব্য :** মহাকবি কালিদাসকৃত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের চৌষট্টিসংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় চরণ "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"। মদন যখন হরপার্ব্বতীর মিলন ঘটাতে পুষ্পশরসন্ধানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখনই কবি মদন-সম্বন্ধে এই অলঙ্কারটি প্রয়োগ করেছেন। শরসন্ধানের ফলে মদন ক্রুদ্ধ মহেশ্বরের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই অনিবার্য্য পরিণামের দিকে অলঙ্কারটিতে ইঙ্গিত রয়েছে।

'কাব্যশ্রী'-তে গ্রন্থকার সুধীরকুমার "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" চরণটির "বহ্নিমুখে **প্রবেশেচ্ছু** পতঙ্গের ন্যায়" এই অর্থ ক'রে মন্তব্য করেছেন, "কালিদাসোচিত সূক্ষ্ম কবিকর্ম রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়; কেননা, পতঙ্গ **রূপের আকর্ষণে** বহ্নিমুখে স্বয়ং ঝাঁপ দেয়। মদন চাহিয়াছিল আত্মরক্ষা করিয়া শিবকে পরাভূত করিতে।" মল্লিনাথের অনুসরণে তিনি 'বিবিক্ষু'-র 'সন্' প্রত্যয়টি (বিশ্‌ ধাতু+সন্=বিবিক্ষ্‌ ধাতু+কর্ত্তৃবাচ্যে 'উ' প্রত্যয়=বিবিক্ষু) **'ইচ্ছা'** অর্থে ধ'রে লিখেছেন 'প্রবেশেচ্ছু'। 'সন্' প্রত্যয়ের এই 'ইচ্ছা' অর্থগ্রহণই তাঁর মন্তব্যের ভিত্তি।

কালিদাসের এই 'বিবিক্ষু' **ইচ্ছার্থে** 'সন্' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন নয়। পাণিনি ব্যাকরণে "ইচ্ছায়াং…" বলা হয়েছে (৩।১।৭); কিন্তু 'ইচ্ছা' অর্থ ধ'রে সমস্ত ধাতুজ পদের সব জায়গায় মানে করা যায় না দেখে মহামুনি কাত্যায়ন ঐ পাণিনিসূত্রের সঙ্গে 'বার্ত্তিক'রূপে যোগ দিলেন "আশঙ্কায়াং সন্ বক্তব্যঃ" (অর্থাৎ **'আশঙ্কা'** অর্থেও 'সন্' প্রত্যয় হয়)। পাণিনিসূত্রের ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার কৈয়ট লিখলেন আশঙ্কা মানে সম্ভাবনা ("আশঙ্কা সম্ভাবনা")। কাত্যায়নের 'আশঙ্কায়াং সন্ বক্তব্যঃ'-র দুটি উদাহরণ অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই দেখতে পাচ্ছি—(i) 'শ্বা মুমূর্ষতি', (ii) 'কূলং পিপতিষতি'। এ দুটির মানে কুকুরের মৃত্যু সম্ভাব্যতার দ্বারে এসে পৌঁছেছে, (নদী-) কূলের পতন আসন্ন। সোজা কথায় কুকুর আর নদীর কূল যথাক্রমে মরণের আর পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ কুকুরটি মরণোন্মুখ (মর'-মর'), কূলটি পতনোন্মুখ (পড়'-পড়')।

ধ্বন্যালোকের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা আচার্য্য অভিনবগুপ্তের গুরু পরমাচার্য্য প্রতীহারেন্দুরাজ 'সন্' প্রত্যয়ের এই 'আশঙ্কা সম্ভাবনা' বুঝিয়েছেন একটি চমৎকার কথায়। কথাটি হচ্ছে 'ঔন্মুখ্য' (উন্মুখতা)। আচার্য্য ভামহ 'নিদর্শনা' অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিয়েছেন; তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়—"এই মন্দদ্যুতি প্রভাকর 'উন্নতির পরিণাম পতন' এই কথাটি শ্রীমান্ মানুষদের বুঝিয়ে

দিতে দিতে অস্তমিত হচ্ছে (এর অলঙ্কারব্যাখ্যা 'নিদর্শনা'-য় করব)। আলোচ্যমান প্রসঙ্গে এর সংস্কৃত রূপটিই আমার কাছে মূল্যবান্। শ্লোকটি এই :

"অয়ং মন্দদ্যুতির্ভাস্বানস্তং প্রতি **যিযাসতি**।
উদয়ঃ পতনায়েতি শ্রীমতো বোধয়ন্ নরান্॥"

স্থূলাক্ষর ক্রিয়াপদটি 'যা' ধাতু (যাওয়া)+**সন্** প্রত্যয় ক'রে নিষ্পাদিত হয়েছে। 'সন্' এখানে 'ইচ্ছা' বোঝাচ্ছে **না**, বোঝাচ্ছে ঔন্মুখ্য বা উন্মুখতা ('ভাস্বতঃ যৎ এতৎ অস্তময়ৌন্মুখ্যম্'—প্রতীহারেন্দুরাজ)। ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন অভিনবগুপ্ত। রামযরক তাঁর 'বালপ্রিয়া' টীকায় লিখছেন 'যিযাসতি'-র অর্থ 'যাতুম্ আরভতে' (যেতে আরম্ভ করছে)। আরম্ভ মানে কাজের প্রথম অবস্থা; সুতরাং 'যাতুম্ আরভতে' কথাটিরও তাৎপর্য্য সূর্য্য অস্তোন্মুখ।

এই সব থেকে বেশ বোঝা যায় যে মহাকবি কালিদাস **'প্রবেশেচ্ছু' অর্থে 'বিবিক্ষু' লেখেন নাই, লিখেছেন প্রবেশোন্মুখ অর্থে**। "কামঃ…পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"-র মানে পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশের জন্য উন্মুখ, মদন তেমনি (মহেশ্বরের তৃতীয়নয়নবিচ্ছুরিত) অগ্নিমুখে প্রবেশের জন্য উন্মুখ। 'উন্মুখ' কথাটার মধ্যে ইচ্ছার অন্তর্ভাব নাই—'স্ফুটনোন্মুখ মুকুল' বলতে মুকুলের ফোটার ইচ্ছা বোঝায় না, বোঝায় : মুকুল এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যার অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাসন্ন পরিণাম বিকাশ। সুধীরকুমার বলেছেন পতঙ্গের বহ্নিপ্রবেশের মূলে 'রূপের আকর্ষণ'। 'রূপের আকর্ষণ' পতঙ্গসম্পর্কে শুদ্ধ কবিকল্পনা। রূপ বোঝার শক্তি পতঙ্গের নাই, রূপতৃষ্ণাও তাই সম্ভব নয়। Biologyর মতে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয় স্নায়ুর একপ্রকার অসহ্য উত্তেজনায়; এর পারিভাষিক নাম 'Phototropism'। আগুন তাকে আকর্ষণ করে অনিবার্য্যভাবে, না জেনেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মরে—এ টান মরণের টান। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মদনের অবস্থাও ঠিক পতঙ্গবৎ—মরণের টান। মহাকবি অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক কাব্যশিল্পী কালিদাস কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের গোড়া থেকেই "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" মদনকে সঙ্কেতিত ক'রে এসেছেন। পিনাকপাণি মহেশ্বরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব ("কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে-ধৈর্য্যচ্যুতিম্"—৩।১০) ব'লে অহঙ্কারী মদন যখন যাত্রা করলেন, রতির বুক কেঁপে উঠল ("রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ"—৩।২৩)। মদনের ধ্যানমগ্নমহেশ্বর-দর্শনের ছবি আঁকতে গিয়ে কালিদাস দেখেছেন আসন্নমৃত্যু মদনকে ("আসন্ন-

শরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ”—৩।৪৪)। ঐ মহেশ্বরদর্শনের সময় ভয়ে মদনের অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে ধনুর্বাণ খ'সে পড়েছে (“নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ। স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥”—৩।৫১)। ধনুর্বাণ খসে পড়ার মধ্যে আসন্ন অমঙ্গলের দ্যোতনাটি লক্ষণীয়। এমন সময় এলেন পার্ব্বতী। রতির চেয়েও শতগুণে সুন্দরী পার্ব্বতীকে দেখে মদন আশ্বস্ত হলেন—আমার জয় অনিবার্য্য (“জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ। স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশংসে ॥—৩।৫৭)। 'জিতেন্দ্রিয়-শূলী'-র মহাপ্রাণ গাম্ভীর্য্যের পাশে 'পুষ্পচাপ'-এর স্বল্পপ্রাণ তারল্যটুকুর ব্যঞ্জনা সুন্দর। মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ হ'ল, পার্ব্বতী অর্ঘ্য দিতে গেলেন, মদনও সুযোগ বুঝে প্রস্তুত হ'লেন সম্মোহন শরসন্ধানের জন্য, কালিদাস বললেন, “কামঃ……পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ” (৩।৬৪)। পতঙ্গের মতন বহ্নিমুখে প্রবেশোন্মুখ হ'লেন মদন। মদন **ইচ্ছা** ক'রে প্রবেশ করছেন না, **দুর্নিয়তি তাঁকে টানছে**—একথা কবি জানেন, সহৃদয় পাঠক জানেন। মদনের এই উন্মুখতা পূর্ণতা পেলে একটু পরেই—“বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা। ··· াবশেষং মদনং চকার ॥” (৩।৭২)।

অনুপমা উপমা “পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ”। 'কালিদাসোচিত সূক্ষ্ম বিকর্ম' নিশ্চিত সুন্দররূপে রক্ষিত হয়েছে, 'উপমা কালিদাসস্য' স্বমহিমায় ভাস্বর আছে।]

১ (খ)। লুপ্তোপমা

যে উপমা অলঙ্কারে একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি **অঙ্গের** একটি, দুটি, এমন কি তিনটিই লুপ্ত থাকে, তার নাম **লুপ্তোপমা**।

(অ)। **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত :**

(i) “রঞ্জিত মেঘের মাঝে **তুষার-ধবল**
তোমার প্রাসাদ-সৌধ।” —রবীন্দ্রনাথ।

—তুষারধবল—তুষারের মতো ধবল। উপমেয় 'প্রাসাদসৌধ', উপমান 'তুষার', সাধারণ ধর্ম্ম 'ধবল', তুলনাবাচক **মতো** লুপ্ত।

(ii) “**শাল-প্রাংশু মহাভুজ** রথী।” —কালিদাস।
—শালের মতো প্রাংশু (দীর্ঘ)।

(iii) “**কমলদলজল জীবন** টলমল।” —গোবিন্দদাস।

(iv) “**কমলফুল-বিমল শেজখানি।**” —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "অগাধ **বারিধি মসীকৃষ্ণ**।" —শরৎচন্দ্র।

(vi) "মধ্যে নীলসরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্ম্মল স্বচ্ছ।" —রবীন্দ্রনাথ।

(আ)। **সাধারণ ধর্ম্ম লুপ্ত :**

(i) "**শরদিন্দুনিভাননী** প্রমীলা সুন্দরী।" মধুসূদন।

হয়েছে —উপমেয় 'আনন', উপমান 'শরদিন্দু', তুলনাবাচক শব্দ 'নিভ',
('ভাষ্ণ ধর্ম্ম লুপ্ত।

ব্যাখ্যা (ii) "কণ্টক গাড়ি **কমলসম পদতল**
টীকা মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।" —গোবিন্দদাস।

অ (iii) "বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন **বাসনা** মম
ফিরে **মরীচিকা সম**।"—?

(iv) "আমি শিবপূজো ক'রে **শিবের মতন স্বামী** পেয়েছিলাম।"
—গিরিশচন্দ্র।

(v) "**গন্ধটুকু** সন্ধ্যাবায়ে **রেখার মতো** রাখি।" —রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "আমাদের প্রিয়তমা **অগ্নিকল্পা কবিতাকল্পনা**।"
—বুদ্ধদেব বসু।

(vii) "**গভজাতীয় ভোজ্যও** কিছু দিয়ো।" —রবীন্দ্রনাথ।
—জাতীয়=মতো। (vi)-তে অগ্নিকল্পা=অগ্নির মতো।

(viii) "অঙ্গের **লাবণ্য** যার **উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতায়**।"
—অচিন্ত্যকুমার।

(ই)। **সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত :**

(i) "**দুগ্ধফেন-শয়ন** করি আলো
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।" —রবীন্দ্রনাথ।

—দুগ্ধফেন-শয়ন=দুগ্ধফেনতুল্য শুভ্রকোমল শয্যা। 'তুল্য' এবং শুভ্রকোমল দুইই লুপ্ত।

(ii) "তিলেক না দেখি ও **চাঁদ-বদন**
মরমে মরিয়া থাকি।" —চণ্ডীদাস।